নববর্ষ,
প্রথম সংখ্যা।

বৈশাখ,
সন ১৩২১ সাল।

# অঞ্জলি

## সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক

শ্রীকৃষ্ণ বিহারী দত্ত।

কার্য্যালয়ঃ—

৮৩ নং গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

[illegible] প্রেস [illegible]

প্রতি সংখ্যা
মূল্য /১০ পয়সা।

# সূচী।


| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রার্থনা | ১ | মহারাণী ভিক্টোরিয়া | ১৩ |
| নিবেদন | ২ | হেঁয়ালি | ১৬ |
| খাতিষয় (গল্প) | ৪ | চক্রভেদ | ১৭ |
| সান্ত্বনা | ১১ | বাঁশী | ১৮ |


---

# নিয়মাবলি।

১। অঞ্জলির বার্ষিক মূল্য সর্ব্বত্র ১২ সংখ্যা ডাকমাশুল সহ ১৲ একটাকা মাত্র। নগদ মূল্য প্রতি সংখ্যা /১০ মাত্র ডাকযোগে বা লোক মারফতে "অঞ্জলি"র বার্ষিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

২। "অঞ্জলি" প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহ মধ্যে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহে মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে অপ্রাপ্ত হইলে উক্ত তারিখেই "অঞ্জলি"র কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পত্র দিলে তাহার তদন্ত ও প্রতিকার করা হয়। অথবা দুই তিন মাসের পত্রিকা একত্রে পাই নাই বলিলে সেজন্য আমরা দায়ী নই।

৩। গ্রাহকগণ কোন পত্র লিখিবার সময় গ্রাহক নম্বর দিতে ভুলিবেন না।

৪। কেহ স্থান পরিবর্ত্তন করিলে বাঙ্গালা মাসের ২৫শে তারিখের মধ্যে এবং বিজ্ঞাপন দাতাগণ বিজ্ঞাপন বদল করিতে চাহিলে পূর্ব্ব মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে তাহা আমাদিগকে জানাইবেন। নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক নম্বর স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

৫। অমনোনীত প্রবন্ধ ফেরৎ চাহিলে সঙ্গে সঙ্গে ষ্ট্যাম্প পাঠাইতে হয়।

৬। 'বেয়ারিং' বা 'ইনসাফিসিয়েন্ট' পত্রাদি গৃহীত হয় না। ষ্ট্যাম্প বা রিপ্লাই কার্ড ব্যতিত পত্রোত্তর দেওয়া যায় না। লোক পাঠাইলে লোক মারফতেও উত্তর দেওয়া যায়। প্রবন্ধাদি সম্পাদকের নামে এবং চিঠিপত্র, টাকা কড়ি বিনিময়ে সাময়িক পত্র ইত্যাদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইয়া উপযুক্ত রসিদ লইতে হয়।

## বিজ্ঞাপনের হার।


মলাটের ৪র্থ পৃষ্ঠা ৫৲ টাকা, মলাটের ৩য় পৃষ্ঠা ৪৲ টাকা, মলাটের ২য় পৃষ্ঠা ৩৲ টাকা সাধারণ প্রতি পৃষ্ঠা ২।০ টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ১।০ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৲ টাকা। অন্য কিছু জানিতে ইচ্ছা থাকিলে পত্র লিখিয়া বিস্তারিত অবগত হউন।



শ্রীনরেন্দ্র নাথ দে।

ম্যানেজার—

শ্রীবিষ্ণু পদ দাস।

প্রকাশক

বিষ্ণু প্রেস—১৯ নং ঈশ্বর মিলের লেন, গোয়াবাগান কলিকাতা।

অঞ্জলি—

ভদ্রকালৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমোনমঃ।
বেদবেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্যঃ এবচ ॥

# অঞ্জলি।

১ম বর্ষ | বৈশাখ, ১৩২১ সাল | ১ম সংখ্যা।

## প্রার্থনা।

ভদ্রকালৈঃ নমোঃ নিত্যং সরস্বত্যৈঃ নমোনমঃ।
বেদবেদান্ত বেদাঙ্গ বিদ্যাস্থানেভ্যঃ এবচ॥

এস মা শতদলবাসিনী বাণীবিদ্যাদায়িনী সরস্বতী "অঞ্জলি"কে আশীর্ব্বাদ ক'রবে এস। "অঞ্জলি" আজ সাধারণের সেবা কামনায় উৎকণ্ঠীত। অযোগ্য আমরা, আমাদের "অঞ্জলি"ও অযোগ্য। সুতরাং "অঞ্জলি" দ্বারা সাধারণের মনোরঞ্জন অসাধ্য। হে অসাধ্যসাধিকা-অঘটন ঘটন পটীয়সী, আশীর্ব্বাদ কর মা, "অঞ্জলি" যেন সাধারণের উৎসাহোপদেশ ও কৃপা লাভে বঞ্চিত না হয়।

পেয়েছি যা কিছু কুড়ায়ে তাহাই,
তোমার কাছে মা এসেছি ছুটী
বাসনা—তাহাই গুছায়ে যতনে,
মাগো তোমার চরণ দুটী ;
চাহি নাক কিছু, তুমি মা আমার,
এই জানি, কিছু নাহি জানি আর ;
তুমি গো জননী হৃদয় আমার,
তুমি গো জননী আমার প্রাণ।
জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে, চাহিনা অর্থ, চাহিনা মান ;
যদি তুমি দাও তোমার ও দুটী অমল কমল চরণে স্থান॥

# নিবেদন।

সংসার কাননে বসি,
ভাবিতেছি দিবানিশি,
কোথা তুমি, কোথা আমি, অনাথ শরণ!
আমার রোদন ধ্বনি,
আমার কাতর বাণী,
পশে কি তোমার কাছে হে দীন তারণ,
আরাধনা স্তব স্তুতি,
জানিনা হে বিশ্বপতি,
দীন হীন অন্ধ আমি অবোধ অজ্ঞান।
অপরাধ মনে হ'লে,
হৃদয়ে অনল জ্বলে,
ভাবি তব বিশ্ব রাজ্যে নাহি মম স্থান॥
মায়ার কুহকে আমি,
ভুলিয়ে তোমায় স্বামী,
রবির কিরণে হেরি জাগ্রত স্বপন।
কামিনী কাঞ্চন লয়ে,
সর্ব্ব ধর্ম্ম তেয়াগিয়ে,
অনিত্য সংসারে নিত্য রয়েছি মগন॥
এ হেন পাতকী জনে,
তারিবে কি নিজগুণে,
হেরিব কি শ্রীচরণ মঙ্গল নিদান,
কৃতাঞ্জলি পুটে হরি,
কাতরে মিনতি করি,
ভ্রান্তি পথ হ'তে মোরে কর পরিত্রাণ॥

ভোলানাথ ভুল পথে,
দিওনা আমায় যেতে,
সুমতি করিও দান ভ্রান্তি বিনোদন !
সম্পদে বিপদে বিভু,
যেন নাহি ভুলি কভু,
শান্তিময় নাম তব বিপদভঞ্জন !
হৃদয় কুটীরে নাথ,
কর কৃপা দৃষ্টিপাত,
ঘুচে যাক হৃদি তমঃ তমো বিনাশন !
বিবেক বৈরাগ্য যোগে,
প্রেম ভক্তি অনুরাগে,
সতত রহিবে চিত ধ্যানে নিমগন ॥
সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব যোগে,
নিত্য নব কর্ম্ম ভোগে,
ঘাত প্রতিঘাতে যবে আলোড়িত মন
রসনা নিয়ত যেন,
করে সদা উচ্চারণ,
"তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক শ্রীমধুসূদন !"
করি নাথ প্রণিপাত,
পূর্ণ ক'র মনোসাধ
অন্তিম শয্যায় যবে করিব শয়ন।
গুরুদেব সহ তুমি
দিয়ে দেখা অন্তর্য্যামি !
এ ভব বন্ধন মোর করিও মোচন ॥

—শ্রীঅমূল্যচরণ নাগ চৌধুরী।

# বাতি ঘর।

রাজার স্বেচ্ছাচার তথায় প্রবেশ করিবার জন্য লালায়িত নহে, সমাজের কোলাহল তথায় স্থান পায় না, তথায় আর কিছু নাই কেবল পশ্চাতে ধূ ধূ করিতেছে মাঠ আর সম্মুখে রাশি রাশি বারি, সেই জন্য ফ্রানসিস্ বৃদ্ধ বয়সে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া এই নির্জ্জন নিস্তব্ধ স্থানে জীবনের অবশিষ্টাংশ যাপন করিবার নিমিত্ত এই সমুদ্রের তটে আসিয়া বাতিঘরে আলো দেওয়ার কার্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক অজ্ঞাতবাস করিতেছেন। সঙ্গে তাঁহার একমাত্র কন্যা, অন্ধের যষ্টি মিস্ এমিলী।

ফ্রানসিসের বয়স প্রায় ৭০ বৎসর। তাহার জীবন-সূর্য্য পশ্চিমাকাশে অস্তমিত প্রায়, বৃদ্ধের চর্ম্ম লোল ও দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, কিন্তু তাহাকে দেখিলে বোধ হয় যেন তাহার জীবনের সমস্ত সাধ এখন ফুরায় নাই, তাহার এখন কিছুকাল বাঁচিবার ইচ্ছা আছে। বৃদ্ধ সমস্ত দিন তাহার ক্ষুদ্র কুটিরখানিতে বসিয়া সমুদ্রের বীচিমালা নিরীক্ষণ করিত, কখন সে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লইয়া একমনে পড়িত, পড়িবার সময়ে কখন কখন তাহার বক্ষস্থল গর্ব্বে স্ফীত হইত, শান্তজ্যোতিঃপূর্ণ নয়নদ্বয় দীপ্তিতে পূর্ণ হইত, আবার কখন বা প্রকৃতির নিস্তব্ধতায় গা ঢালিয়া দিয়া স্থির নয়নে আকাশের পানে চাহিয়া রহিত; তাহার পর একটী দীর্ঘনিশ্বাসে সমস্ত দুঃখ বাতাসের সহিত মিশিয়া যাইত. বৃদ্ধের প্রাণ তখন লাঘব হইত।

ফ্রান্সিসের অবস্থা চিরদিন এ প্রকার ছিল না। একদিন সে সহস্রাধিক সৈন্যের সেনানী ছিল, তাহার একটি ইঙ্গিতে সহস্র সহস্র তরবারি কোষ হইতে বহির্গত হইয়া শত্রুর নয়ন ঝলসাইয়া দিত, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্যে সে তাহার রাজার সহিত একমত

হইতে পারে নাই বলিয়া অদ্য সে নির্ব্বাসিত--কিন্তু এ নির্ব্বাসনেও সে রাজ্যসুখ অনুভব করিতেছে।

মিস্ এমিলীর বয়স সতের বৎসর। তাহার শরীরে যৌবন চিহ্ন দেখা দিয়াছে, সে প্রস্ফুটীত গোলাপের ন্যায় এই নির্জ্জনে ফুটিয়া রহিল। এমিলী এখন দরিদ্রের কন্যা। কেবল এক বৃদ্ধ পিতা ব্যতিত এমিনীর আপনার জন আর কেহ ছিল না। তাহাদের উপস্থিত আর কিছুই ছিল না, কেবল একখানি ক্ষুদ্র কুটীর আর তাহার অসাধারণ রূপরাশি।

বালিকা বন্য হরিণীর ন্যায় এই নির্জ্জনে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইত। সন্ধ্যার প্রারম্ভে পর্ব্বতোপরি উঠিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভোর হইয়া থাকিত—আর তাহার বাল্য প্রণয়ের স্মৃতিটুকু লইয়া তাহার লক্ষ্যশূন্য জীবনেকে ক্ষণেকের জন্য সুখী করিত। আহা, .স স্মৃতি কত মধুর!

এমিলী ভাবিত কার্লোর অপরাধ কি? ভগবান! রাজ্যে বিশ্বাসঘাতকতা অরাজকতা হইল বলিয়া, কি আমার অভাগিনী করিয়া, সেই মধুর সুখ সেই সরল কটাক্ষ কালপ্রবাহে ভাসাইয়া দিলে! আবার ভাবিত, না, প্রেম অপেক্ষা কর্ত্তব্য বড়!

এমিলী যখন নৌকা লইয়া সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গে তরঙ্গে খেলা করিয়া বেড়াইত, তাহার তাম্রবর্ণের কেশগুচ্ছ বাতাসে উড়িয়া পালের ন্যায় শোভা পাইত, বৃদ্ধ ফ্রান্সিস্ তখন সর্ব্বদুঃখ ভুলিয়া তটদেশ হইতে ভাবিত—'এ এমিলী না জলদেবী!' বৃদ্ধের চক্ষুদ্বয় সহসা জলভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত।

সন্ধ্যার প্রারম্ভে বৃদ্ধ ফ্রান্সিস্ বাতিটি লইয়া বাতিঘরে দিয়া আসিত এবং স্বয়ং, বহুদূরে যাইয়া বাতিটি নিয়মিতরূপে ঘুরিতেছে কিনা, দেখিয়া আসিত। এমিলী সেই সময় পিতার আশায় সাগর-

সৈকতে বসিয়া সেইদিকে চাহিয়া থাকিত। প্রবল শীত, মহা ঝঞ্ঝাবাত, কিছুই বৃদ্ধকে তাহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিরত করিতে পারিত না!

সুখে দুঃখে প্রায় এক বৎসর কাটিয়া যাইল।

এক দিন রাত্রিতে বৃদ্ধ তাহার কন্যার মনোগতভাব জানিবার জন্য বলিল, "চল আমরা আবার দেশে ফিরে যাই।" এমিলীর নয়ন-দ্বয় কি জানি কেন সহসা চঞ্চল হইল, তাহার হৃদয়ভ্যন্তরে তড়িৎ খেলিল, কিন্তু সে প্রকাশ্যে বলিল,—"না বাবা, যাহাদের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছিলে তাহারা যখন তোমায় ত্যাগ করিয়াছে, যাহারা তোমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিল তাহারাই যখন তোমার শত্রু হইয়াছে তখন সেই শঠতাপূর্ণময় সংসারে আর ফিরিয়া কাজ নাই।" এমিলী কাঁদিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ তাহার কন্যার মুখচুম্বন করিয়া বলিল, "এমিলী তোর দুঃখের কারণ আমি সবই বুঝি। কিন্তু অপরদিকে একটা মহা কর্ত্তব্য আমায় আহ্বান করিতেছে। স্বদেশের যে শত্রু তাহার সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিতে পারি না; তবু ইচ্ছা হয় একবার স্বদেশে ফিরে যাই।"

"বাবা স্বদেশ তোমায় চায় না।"

"কন্যা, কিন্তু তবু সে স্বদেশ!"

বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া অশ্রুধারা বিগলিত হইল, এমিলীও কাঁদিয়া ফেলিল।

কয়েকমাস গত হইল। একদিন প্রাতে উঠিয়া এমিলী দেখিল যে তাহার পিতা প্রবল জ্বরে আক্রান্ত। সমস্ত শরীর দিয়া অগ্নি-প্রবাহ ছুটিতেছে, উত্থান শক্তি রহিত। কিন্তু এই অবস্থায়ও কেবল তিনি বলিতেছেন, "হায় আজ কি করিয়া আলো দিব।" এমিলী তাহার পিতার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাবা কিছুমাত্র চিন্তিত হইও না আমি আলো দিব।"

"না মা, তুই পার্‌বিনি, সে বড় শক্ত কাজ। কত শত লোকের প্রাণ উহার উপর নির্ভর করিতেছে।"

"বাবা তুমিই না শিখাইয়াছ যে কর্ত্তব্য কর্ম্ম পালন করিবার নিমিত্ত হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়।"

বৃদ্ধ এইবার নিশ্চিন্ত হইল।

অস্তাগমন্মুখী সূর্য্যের ক্ষীণ দীপালোক সমুদ্র বক্ষে পড়িয়া এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। দিনমণির বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ শশধর আকাশে উদয় হইলেন, কিন্তু সে ক্ষণিকের তরে। অল্প-ক্ষণ পরে একখানি কালমেঘ আসিয়া সমস্ত জ্যোৎস্নাকে নিজের বক্ষের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে প্রয়াস পাইল।

মিস্ এমিলী ধীরে ধীরে স্পন্দিত হৃদয়ে একখানি ছোট নৌকা লইয়া আলোক মঞ্চের দিকে যাইতে লাগিল। বাতাস উঠিল। আলোকমঞ্চের উপর উঠিয়া এমিলী দেখিল যে আজ আর কল্ ঘুরিতেছে না। সে মহা বিপদে পড়িল, চক্ষে অন্ধকার দেখিল। বাহিরেও চতুর্দ্দিক অন্ধকার করিয়া প্রবল বেগে ঝড় উঠিল। অচিরাৎ তাহার ক্ষুদ্র তরণীখানি সমুদ্র তরঙ্গে আলোড়িত হইতে হইতে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। এমিলীর সে দিকে দৃষ্টি নাই, সে একমনে স্বহস্তে আলোর কল ঘুরাইতে লাগিল।

আলো ঘুরিল কিন্তু সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইল। শৈল-শৃঙ্গের বক্ষে স্ফীত তরঙ্গ প্রহত হইতেছে। সে একবার উপর হইতে নিম্নে চাহিয়া দেখে যে সমুদ্রের বিরাট ঢেউগুলি ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া তাহাকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত উপর দিকে উঠিয়া আলোকমঞ্চের উপর আছড়াইয়া পড়িতেছে। (তাহার আলুলায়িত কেশ পবন চালিত হইতে লাগিল।) বালিকার হৃদয়ে স্পন্দন থামিয়া আসিতে লাগিল। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিলে এইরূপই হয়। বোধ

হইতে লাগিল যে পৃথিবীর ধ্বংসের অব্যবহিত পূর্ব্বের মহাপ্রলয় আজ উপস্থিত। এমিলী চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তাহার কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্য? একটা প্রবল ঝড়ের বেগ আসিয়া বালিকাকে ক্ষুব্ধ সমুদ্র বক্ষে ফেলিয়া দিয়া তাহার মনবাসনা পূর্ণ করিল! উপর হইতে পড়িবার সময় এমিলী চীৎকার করিয়া উঠিল "বাবা"। বৃষ্টি বালিকার ঐ কণ্ঠস্বর লইয়া সমুদ্রে মিলিত হইল, বাতাস ঐ শব্দ বিস্তারার্থে চতুর্দ্দিকে দৌড়াইল।

ঠিক সেই সময় সেই স্থান দিয়া একখানি জাহাজ যাইতেছিল। জাহাজের কাপ্তেন দেখিলেন বাতিঘর হইতে একটি আলো পড়িয়া তরঙ্গে মিশিয়া যাইল; উপর দিকে চাহিয়া দেখেন বাতি-ঘরে আলো নাই। কাপ্তেন সাহেব আর কাল বিলম্ব না করিয়া তাঁহার বৈদ্যুতিক আলোক দ্বারা চতুর্দ্দিক আলোকিত করিয়া দেখিলেন যে একটী শ্বেত বস্তু ভাসিয়া যাইতেছে। তাঁহার আদেশানুসারে দুটি মাঝি তৎক্ষণাৎ উহাকে ধরিয়া তুলিল। উজ্জ্বল দীপালোকে সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে সপ্তদশ বর্ষীয়া একটি বালিকা, হাতে বাতি-ঘরের আলো।

বালিকার তখনও ধীরে ধীরে নিশ্বাস পড়িতেছিল। সকলেই তাহার সেবাশুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু একটি যুবক একটু দূরে দাঁড়াইয়া প্রীতি-বিস্ফারিত-নেত্রে ঐ বালিকার অনিন্দ্যসুন্দর মুখ-মণ্ডল, অপূর্ব্ব রূপের জ্যোতিঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এ সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল। অল্পক্ষণ পরে যুবকের চক্ষে অশ্রুধারা বহিল। সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ডাকিল "এমিলী!" সুপ্তা এমিলী এবার ঈষৎ চাহিল। সকলে দেখিলেন বালিকা এ যুবকের পরিচিতা।

এ যুবক আর কেহ নয়, এমিলীর বাল্যের সহচর, লক্ষ্যশূন্য

জীবনের ধ্রুবতারা, জীবন মরুভূমির একমাত্র "ওয়েসিস্", 'কার্লা।'

কার্লা জাহাজের কাপ্তেনকে বলিলেন, "এ বালিকার পিতা বোধ হয় এখানে কার্য্য করেন, আপনি দয়া করিয়া একখানি নৌকা দিয়া আমাদের উভয়কে কিনারায় রাখিয়া আসিলে, বালিকার পিতার অনুসন্ধান করিয়া ইহার প্রাণ বাঁচাইতে পারি। কাপ্তেন তাহাই করিলেন।

রজনী আবার জ্যোৎস্নাময়ী হইল। সমুদ্র এখন স্থির নিশ্চল।

কার্লা এমিলীর মস্তক ক্রোড়ে করিয়া তাহার জ্ঞানসঞ্চার করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ পরেই এমিলীর জ্ঞান হইল। এমিলী চাহিল, চাহিয়া পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বলিল, "বাবা, এই দেখ কেমন আলো ঘুরিতেছে" এমিলী পুনরায় মূর্চ্ছিত হইল কিন্তু অচিরাৎ আবার সংজ্ঞা পাইল। কার্লা ডাকিল, "এমিলী", এমিলী এবার তাহার প্রাণাপেক্ষা যে প্রিয় তাহাকে চিনিল, কিন্তু চিনিয়াও নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। ভাবিল, এ স্বপ্ন না সত্য, আমি জাগ্রত না নিদ্রিত। এবার সে উঠিয়া বসিল। তাহার আর্দ্র মুখমণ্ডল শিশির নিষিক্ত পদ্ম পত্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। মুক্ত চন্দ্রালোকে কার্লা দেখিল যে এমিলী ঠিক পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে।

কার্লা এমিলীকে পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত ঘটনা সমস্ত বলিল। এমিলী বলিল "কার্লা চল গৃহে যাই" পিতা তথায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া অবস্থান করিতেছেন।"

কার্লা দাঁড়াইল। এমিলী দাঁড়াইবার প্রয়াস পাইল, কিন্তু তাহার মনোরথ বিফল হইল; তাহার আর দাঁড়াইবার ক্ষমতা নাই। এমিলীর অবস্থা দেখিয়া কার্লা বড় ভীত হইল। এমিলী অবশেষে

তাহার অবসন্ন দেহ মাধবীলতার ন্যায় কার্লার উপর ন্যস্ত করিয়া ধীর পদবিক্ষেপে যাইতে লাগিল।

অল্পদূর গিয়া যাহা দেখিল তাহাতে বালিকার চক্ষের দীপ্তি লুপ্ত প্রায় হইল, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সে দেখিল যে তাহার বৃদ্ধ পিতা সমুদ্র-সৈকতে শায়িত। এমিলী 'বাবা বাবা' বলিয়া চীৎকার করিয়া ব্যাতাহত কদলীবৃক্ষবৎ ফ্রান্‌সিসের উপর পড়িল। বৃদ্ধের জীবন-সূর্য্য তখন অস্তমিত হয় নাই. কিন্তু আর বিলম্বও নাই।

কার্লা মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিশ্চল। বালিকা আবার ডাকিল, "বাবা, বাবা" বৃদ্ধ একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিল, "কৈ কন্যা আলো কৈ ?" ইহার পরই বৃদ্ধের জীবন-সূর্য্য অস্তমিত হইল, তাহার প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জরখানি রাখিয়া চলিয়া গেল !

কার্লা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল, কেবল মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "ফ্রান্‌সিস্ তোমার দুর্দ্দশার জন্য দায়ী আমার পিতা ; কিন্তু এই সংসারে তুমিই জয়ী, তোমার স্থান এখান নহে, তোমার স্থান স্বর্গে, তুমি সত্য নহ তুমি একটা স্বপ্ন !"

এমিলী তাহার মৃত পিতার বক্ষঃস্থলে মাথা রাখিয়া জড়িত-কণ্ঠে অশ্রুনিরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিল, "কার্লা, ভাই, ক্ষমা করিও। ইহ-জগতে আর আমাদের মিলন হইবে না কারণ আমাদিগের ভিতর আমার পিতার মৃতদেহ ব্যবধান রহিয়াছে। একদিন পিতা গৌরব করিয়া আমায় বলিয়াছিলেন যে, তোকে চিরদিন অনূঢ়া রাখিব তথাপি স্বদেশদ্রোহীর পুত্রের সহিত তোর বিবাহ দিব না। কার্লা আমার অপরাধ লইও না। যদি পরজন্ম সত্য হয় তাহা হইলে আমরা আবার মিলিত হইব, তথায় হয়ত আমাদিগের শৈশবের আশা সফল হইতে পারে। কার্লা ভগবানকে ধন্যবাদ দিই যে

মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে, জীবন মরণের সন্ধিস্থলে, পরপারের দুয়ারের নিকট তোমার সহিত সাক্ষাৎ হ'ল। বাবা, এই দেখ কর্ত্তব্যকর্ম্ম পালন করিগে, হাসিতে হাসিতে জীবন দিতে পারি কি না। বাবা দাঁড়াও যাই, ইহ সংসারে তুমি আমায় এক মুহূর্ত্তের জন্য ছাড় নাই আমিও তোমায় এখন ছাড়িব না। কার্লা, প্রিয়তম বিদায়—"

বীণার তারটি ছিঁড়িয়া গেল। এমিলী তাহার পিতার সহিত মহাপ্রস্থানের পথিক হইল। পূর্ণ শশধরকে সহসা কাল মেঘে গ্রাস করিল। কার্লা বজ্রাহত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল সম্মুখে তাহার প্রিয়তমার ও বৃদ্ধ ফ্রান্সিসের মৃতদেহ, উপরে স্থির নীল অনন্ত আকাশ। তাহার বোধ হইতেছিল যে. এখন বৃদ্ধ বলিতেছে "কৈ কন্যা, আলো কৈ ?" পূর্ব্বদিকে ঈষৎ কিরণ ফুটিয়া উঠিল। কার্লা চীৎকার করিয়া ডাকিল, "এমিলী", সমুদ্র তরঙ্গ দিগন্ত কাঁপাইয়া উত্তর দিল "নাই"।

কার্লা বলিয়া উঠিল 'ভগবান এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিবার নিমিত্ত কি আজ আমায় এখানে পাঠাইয়াছিলে! এমিলী, আমার পিতার কার্য্যের জন্য আমি দোষী নই।"

কার্লা এমিলীর শবদেহের উপর মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

শ্রীভূপেন্দ্রলাল রায়।

---

# সান্ত্বনা।

ক'রোনা গর্জ্জন,  মানস তটিনী,
অধীরে মনের দুঃখে।
পাও যদি ব্যথা,  বুকের মাঝারে,
লুকায়ে রাখিও বুকে॥

নীচু হ'য়ে হেথা, পেয়েছ' আকার,
ধাতার নিয়মে কত কি হয়।
দুদিনের তরে, এসেছ' মহীতে,
সহিতে হেথায় ক'রোনা ভয়॥

চল কল নদী, অনন্তের কোলে,
দু'পাশের ছায়া বহিয়া।
ভাঙ্গা চোরা গড়া, নহে'ত তোমার,
তুমি এঁকে বুকে যাও চলিয়া॥

উচ্চ গর্ব্ব ভরে, বিজয় নিশান,
তোলে যে তুলুক কি ক্ষতি তোর।
আত্মহারা তুই, অজানা পথিক,
স্বপনে বুঝেছ' ঘুমের ঘোর॥

জেগেছ' কি কভু, জানিতে তোমারে,
ভবিষ্য দুর্গের খুলিতে দ্বার।
ধ'রেছ কি কভু, সে বিরাট রূপ,
এ বিশ্ব বিশাল প্রতিমা যার?

কত শারদ শুভ্র, প্রভাতী গগন,
দেখেছ' পূজিতে চরণে।
কত, মলয় অনিল, নমিতে তোমারে,
হেরেছ' ভ্রমিতে নয়নে॥

গিরি নদ নদী, প্রস্রবণ ধার,
ধরে কি হৃদয়ে তোর।
বাসনার দাস, রে ক্ষুদ্র কণিকা,
তবে কেন এত জোর॥

তুমি আঁধার হইতে,  এসেছ' চলিয়া,
আঁধারে চলিয়া যাও।
আলোক আঁধারে,  দু'পাশের ছবি,
বুকেতে তুলিয়া নাও॥

শ্রীনিত্যবোধ বিদ্যারত্ন।

---

# মহারাণী ভিক্টোরিয়া।

প্রাতঃস্মরণীয়া স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া দেবী ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ২৪মে তারিখে কেনসিংটন প্রাসাদে ভূমিষ্ঠা হন। তৎকালের ইংলণ্ডাধিপতি তৃতীয় জর্জ্জের চতুর্থ পুত্র কেণ্টের ডিউক ভিক্টোরিয়ার পিতা এবং স্যাক্সোবর্গের ডিউকের কন্যা 'মহারাণীর' মাতা ছিলেন।—মাতার নামও ভিক্টোরিয়া ছিল।

ভিক্টোরিয়া বাল্যকালে কেন্সিংটনে তাঁহার মাতার নিকট থাকিতেন। এবং ইংলণ্ডের অন্যান্য ভদ্র মহিলাদিগের ন্যায় সাধারণ শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। অদৃষ্ট বর্ত্তমানকালে অদৃষ্টই থাকে। ভবিষ্যতে আবরণ উন্মোচন হইলে সকলই বুঝা যায়। কে জানিত ডিউক দুহিতা পুণ্যশ্লোকা ভিক্টোরিয়া একদিন ইংলণ্ডেশ্বরী ও ভারত সাম্রাজ্ঞী হইবেন। বিধির বিধানে ইংলণ্ডের রাজবংশধরগণ ক্রমে ক্রমে কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিলেন। পরে ভিক্টোরিয়াই ইংলণ্ডের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী স্থির হইল। ১৮৩৭ খৃঃ ১৯ জুন তদানীন্তন রাজা চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যুর পর ভিক্টোরিয়া রাণী হইলেন। বাল্যকাল হইতে এতদিন তিনি "অ্যালেকজেণ্ড্রিণা" নামে

পরিচিতা ছিলেন। ভিক্টোরিয়া নামে তাঁহার মাতাই পরিচিতা ছিলেন।

মন্ত্রিসভার প্রথমাধিবেশনে যখন তাঁহাকে সরকারি কাগজপত্রে নাম স্বাক্ষর করিতে বলা হয় তখন তিনি 'এ্যালেকজেণ্ড্রিনা' না লিখিয়া 'ভিক্টোরিয়া' লিখিলেন। অতঃপর তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া নামে সর্ব্বত্র পরিচিতা হইলেন। ১৮৩৮ খৃঃ ২৮ জুনে ওয়েষ্টমিনিষ্টর প্রাসাদে মহাসমারোহের সহিত ভিক্টোরিয়ার রাজ্যাভিষেক হয়। ১৮৪০ খৃঃ ১০ ফেব্রুয়ারিতে প্রিন্স এ্যালবার্টের সহিত মহারাণীর বিবাহ হয়। ঐ বৎসর ২১ নভেম্বরে প্রথম রাজকন্যার জন্ম হয়। ১৮৪১ খৃঃ ৯ নভেম্বরে প্রথম রাজপুত্র ( স্বর্গীয় সপ্তম এডোয়ার্ড ) ভূমিষ্ঠ হন। তাহার পর রাজকুমারী এলিস মেরী, ( ১৮৪৩ খৃঃ ) ডিউক অফ এডিন্‌বরা ( ১৮৪৪ ) রাজকুমারী হেলেনা ( ১৮৪৬ ) রাজকুমারী লুইসা, ( ১৮৪৮ ) ডিউক অফ কনট ( ১৮৫০ ), ডিউক অফ এ্যালবানী ( ১৮৫৩ ), ও রাজকুমারী বিট্রাইসের ( ১৮৫৫ ), জন্ম হয়। ভিক্টোরিয়ার পুত্রগণ সকলেই উদার ও কন্যাগণ সুশীলা। এক কথায়, 'ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভের' চরম দৃষ্টান্ত মহারাণীতেই দেখা গিয়াছে। ইংলণ্ডের ইতিহাসে ( ভারতের ইতিহাসেও নয় কি ? ) ভিক্টোরিয়ার ৬৩ বৎসর রাজত্বকাল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সময়ের মধ্যে অনেক মহাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা, ব্যবসাবাণিজ্য, রাজনৈতিক উন্নতি প্রভৃতির সোপান ও উৎকর্ষসাধন মহারাণীর সময় যত হইয়াছে তত আর কাহার সময় হয় নাই। এই সময় সাহিত্যিক—চারল্‌স ডিকেন্স, থ্যাকারি ( William Makepeace Thackeray ) লর্ড লিটন, চারলর্স লেভার, উইলকি কলিন্স, মিসেস্ হেনরি উড রাসকিন ( John Ruskin ), কারলাইল ( Carlyle ) ফ্রি ম্যান ( Edward

A Freemann), বার্ক (Burke), মেকলে (Thomas Babington Macaulay ) প্রভৃতি, **কবি**—সাউদে (Robert Southey) ওয়ার্ডস ওয়ার্থ ( Wordsworth ), টেনিসন ( Tennyson ), ব্রাউনিং ( Robert Browning ), আর্নণ্ড ( Mathew Arnald ) ও সার লুইস্ মরিস (Sir Luis Morris) প্রভৃতি, **চিত্রকর**—হলম্যান হাণ্ট ( Holman Hunt ), সার্ ফ্রান্সিস্ গ্রাণ্ট ( Sir Francis Grant ). সার এডুইন ল্যাণ্ডসিয়ার ( Sir Edwin Landsear ), সার গিলবার্ট স্কট ( Sir Gilbert Scott ), ষ্টাসে মার্কস (Stacey Marks R. A. ) প্রভৃতি **বৈজ্ঞানিক**—(লর্ড কেলভিন ( Lord Kelvin ). জেমস্ সিম্পসন্ ( James Simpson ). স্ক্রোটার ( Schrotter, inventor of safety Matches), পারকিন ( W. H. Parkin ). কারবলিক এসিড নির্ম্মাতা ক্যাল-ভার্ট ( Fredrick Crace Calvert ), ডাক্তার লর্ড লিসটার ( Sir Joseph Lister intorducer of Anticeptic Surgery ), মাইকেল ফেরাডে ( Michael Faraday ) সার ডেভিড্ ব্রুষ্টার ( Sir David Brewster ), হিউ মিলার ( Hugh Miller ), ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল ( Clark Maxwell ), বেলফোর ষ্টুয়ার্ট ( Professor Balfour Stuart ), উইলিয়ম টমসন ( William Thomson ) আরমসট্রঙ্গ ( Armstrong ), জেমস্ ষ্টারলে ( James Starley the chief inventor of Cycle ) প্রভৃতি মহাত্মাগণ ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ইংলণ্ডের ও মানবজাতির প্রভূত উপকার ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন সকলের কীর্ত্তিকলাপের আভাষ স্থানাভাবে সন্নিবেশিত হইল না। এমন শান্তিপ্রিয়া মহারাণীর শান্তিময় রাজ্যের অন্তর্গত নিজ পরিবারের অনেকবার শান্তিভঙ্গ হইয়াছে। ভিক্টোরিয়াকে অনেক শোক পাইতে হইয়াছে ১৮৬১ খৃঃ ১৬ মার্চ্চে তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়

এবং ঐ বৎসর ১৪ ডিসেম্বর তাঁহার হৃদয়েশ্বর প্রিন্স আলবার্ট তাঁহার হৃদয় গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে চিরপ্রস্থান করেন। এমন শোক ভিক্টোরিয়া আর কখন পান নাই। আহা! এই ভয়ানক মুহূর্ত্তে এ্যালবার্টের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই স্বামীসোহাগিনী সতীরাণী অধীরা হইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "ওগো আর আমাকে ভিক্টোরিয়া ব'লে কে ডাকবে গো!" শোকের কথা যত আলোচনা না করা যায় ততই ভাল অতএব আমরা এখন 'ইতি' করি। ভিক্টোরিয়ার জীবিতাবস্থায় প্রিন্সেস এ্যালিস, ডিউক অফ ইয়র্ক, ডিউক অফ ক্লেয়ারেন্স, ( আমাদিগের রাজা পঞ্চম জর্জের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ) ও প্রিন্স হেনরী ( মহারাণীর কনিষ্ঠ জামতা ) পরলোক গমন করেন।

—:•:—

# হেঁয়ালি।

১। সূর্য্যবংশে জন্ম তার অজরাজার নাতি—
দশরথের পুত্র নহে সীতাদেবীর পতি।
রাবণের বৈরী নহে লক্ষণের জ্যেষ্ঠ—
কহেন কবি কালিদাস হেঁয়ালির শ্রেষ্ঠ।

২। জীয়ন্তে মৌন নাকে মরিলে ভাল ডাকে,
অঙ্গেতে নাহিক ছাল বিধির বিপাকে,
অবশ্য তাহারে আনে মঙ্গল বিধানে,
হেঁয়ালী প্রবন্ধ কবিকঙ্কণেতে ভণে।

শ্রীমতী উষা বালা।

( দ্বিতীয় সংখ্যায় উত্তর থাকিবে। )

# চক্রভেদ।

( গল্প )

## প্রথম পরিচ্ছেদ।

একটি বিশাল উপবনের পার্শ্বে রাজাপুর গ্রাম অবস্থিত। গ্রাম ও বনের মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ পথ। পথটা রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে বাহির হইয়া গ্রামের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে। একদা নিদাঘ অপরাহ্ণকালে এক কিশোরী একাকিনী এই পথে পদচারণা করিতেছিল।

আমরা যাহাকে কিশোরী বলিয়া পরিচিত করিলাম, তাহাকে প্রথম দর্শনে যুবতী বলিয়াই ভ্রম হয়। তাহার দেহ নবযৌবন-পুষ্পিত ও লাবণ্য-পূর্ণ। কিশোরীর বেশভূষাসম্পন্ন কৃষক-বালার ন্যায়। অস্ত-গমনোন্মুখ রবির সুবর্ণ কিরণ তাহার নিটোল সুন্দর মুখখানির উপর পড়িয়া তাহাকে আরও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে।

কিশোরীর প্রতি-পাদনিক্ষেপেই চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইতেছে। তাহার চক্ষু দেখিলে বোধ হয়, সে এইমাত্র ক্রন্দন করিতেছিল। তাহার কুসুম-কোমল কপোলে অশ্রুলাঞ্ছনা এখনও স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, তাহার অশ্রুনিষিক্ত নয়নে উদ্বেগ ও বিরক্তির চিহ্ন প্রকটিত। বলা বাহুল্য, কৃষকবালা প্রকৃতির সায়ংকালীন সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার নিমিত্ত এমন নির্জ্জন স্থানে একাকিনী আগমন করে নাই। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে সে একবার থামিতেছে এবং পথের দিকে একদৃষ্টিতে চাহিয়া যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে।

অনতিবিলম্বে ষ্টেশনের দিকে পথিমধ্যে একটি মনুষ্যমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হইল। মূর্ত্তিটি কিশোরীর সমীপবর্ত্তী হইয়া সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিল, "তাই ত, পার্ব্বতী, তুমি তবে এসেছ।"

"হাঁ, রাও সাহেব।"

রাও সাহেব বয়সে যুবক, গ্রামের জমীদার এবং অদূরবর্ত্তী অট্টালিকার অধিকারী। যুবক পরম রূপবান্, বহুমূল্য পরিচ্ছদে ভূষিত, কিন্তু উদ্ধত।

কিশোরীকে দেখিয়া যুবকের বদনে প্রীতিচিহ্ন ফুটিয়া উঠিল. কিন্তু তাহাকে দেখিয়া পার্ব্বতীর মুখে আনন্দের চিহ্নমাত্রও প্রকাশ পাইল না, তাহার বিষাদ অপগত হইল না, সে আনত-আননে দণ্ডায়মানা রহিল।

যুবক পার্ব্বতীর কথার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিল, "রাও সাহেব!—পার্ব্বতী আজ সম্বোধনের এত আড়ম্বর কেন? আগে আগে ত আমাকে শুধু বলবন্ত বলিয়াই ডাকিতে?"

পার্ব্বতী তখনও বিষণ্ণবদনে ভূমি-সংলগ্ন-দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছে। সে মৃদুস্বরে বলিল, "তখন আমরা একসঙ্গে খেলা করিতাম।"

"আর এখন আমরা একসঙ্গে খেলা করি না বলিয়া কি আমাদের ভালবাসা ফুরাইল?"

"আপনি জানেন, ও কথা কোন কাজের নয়।"

যুবক তখন তাহার উদ্ধত প্রকৃতি যথাসম্ভব দমন করিয়া, যতদূর সাধ্যমত কোমলস্বরে বলিলেন, "পার্ব্বতী, আমার অপরাধের কি ক্ষমা নাই? তখন আমি মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা কি তুমি আজিও ভুলিতে পার নাই? আমি তখন অপ্রকৃতিস্থ ছিলাম। সহজ অবস্থায় থাকিলে তুমি কখনই আমার আচরণে দূষণীয় কিছু দেখিতে পাইতে না, এই কথাটি বিবেচনা করিয়া দেখিলে না?"

পার্ব্বতী তখন কুপিতা ফণিনীর ন্যায় মস্তকোত্তোলন করিয়া বিস্ফারিতনয়নে যুবকের মুখের দিকে চাহিল। বলিল, "তুমি যখন ছয়মাস পূর্ব্বে পুণা হইতে গৃহে ফিরিয়াছিলে, তখন আমি আমাদের

সেই বাল্যসখিত্ব স্মরণ করিয়া ভগিনী যেমন ভ্রাতাকে সাদরে আহ্বান করে, তেমনি করিয়া তোমাকে আহ্বান করিয়াছিলাম। কিন্তু তুমি পুণায় অবস্থানকালে নারীর প্রতি সম্মান প্রকাশ করিতে শেখ নাই। সেইজন্য সেদিন তুমি আমাকে অপমানিত করিয়াছিলে।"

"আমি অন্যায় করিয়াছি, বলিয়াছি ত মদ্যপান না করিলে আমি তোমার প্রতি কখনই সেরূপ আচরণ করিতাম না।"

"তুমি মদ্যপানে তেমন বিহ্বল হও নাই। বালাজী যখন আমাকে তোমার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে আসিয়াছিল, তখন তুমি তাহাকে ভয় দেখাইতে ত্রুটি কর নাই।"

"আহা! বেচারী বালাজী এখন জেলের ভিতর কত কষ্টই না পাইতেছে।"

বলবন্ত রাও সহানুভূতিপূর্ণ স্বরে কথাগুলি বলিলেন বটে, কিন্তু কেহ যদি তৎকালে তাঁহার মুখের দিকে ভীষণ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, প্রতিহিংসার উত্তেজনায় বলবন্তের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

"হাঁ, সে এখন জেলে আছে; আর তুমি আমাকে লিখিয়াছিলে যে, তুমি তাহাকে এই বিপদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য সাহায্য করিবে, আমি এখন সেই ভরসায় তোমার নিকট আসিয়াছি।"

রাও সাহেব প্রচ্ছন্ন শ্লেষপূর্ণস্বরে বলিলেন, "এমন সময় নির্জ্জন স্থানে একাকিনী আসিতে তোমার সাহস হইয়াছে দেখিয়া আমি অবাক হইয়াছি।"

পার্ব্বতীর মুখমণ্ডল ঈষৎ মলিন হইয়া উঠিল। কিন্তু সে গর্ব্বিত-ভাবে বলিল, "আমার ভয় কি? আত্মরক্ষা করিবার সাহস আছে!"

"তোমার সেই ছেলে-বেলার সাহস এখনও সমানই আছে দেখিতেছি। কিন্তু তোমার ঐ ম্লান মুখখানি দেখিলে তোমাকে আর

ছেলেবেলার সদাপ্রফুল্ল পার্ব্বতী বলিয়া বোধ হয় না। তোমার বাল্য-কালের সেই সরল হাসিটি দেখিবার আশায় আমি এখনও বাঁচিয়া আছি।"

"বালাজীর, এই বিপদ ; সে মিথ্যা মামলায় জেলে গিয়াছে, এখন কি আমার হাসিবার সময় !"

"সে অমন ভয়ানক কাজ করিতে গেল কেন ? তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি একটুও নাই।"

"সে এ কাজ কখনই করে নাই। আমিও যেমনি জানি তুমিও তেমনি জান. সে আপনার প্রাণ বাঁচাইবার জন্যও কোন প্রকার অন্যায় কাজ করিতে পারে না।"

"আমি শুনিয়াছি, তাহার বিরুদ্ধে অকাট্য প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।"

"আমি সে প্রমাণ গ্রাহ্য করি না। আমি জানি সে নিরপরাধ।"

"কিন্তু তোমার বিশ্বাস তাহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হইতে রক্ষা করিতে পারিবে না।"

"তা' নয় বটে।"

পার্ব্বতী অনেক চেষ্টা করিয়াও অশ্রুসংবরণ করিতে পারিল না।

রাও সাহেব বলিলেন, "কাঁদিও না, পার্ব্বতী ! তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার অত্যন্ত কষ্টবোধ হয়। বালাজীকে রক্ষা করিবার জন্য আমি চেষ্টার ত্রুটি করিব না।"

কথাগুলি বলিতে বলিতে রাও সাহেব পার্ব্বতীর নিকটস্থ হইলেন এবং সহসা তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন। ভীতা কুপিতা পার্ব্বতী তাঁহার হস্ত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু রাও সাহেব তাহাকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিয়া মধুর বাক্যে তাহার মন ভুলাইবার নিমিত্ত বলিলেন, "পার্ব্বতী, আমার পার্ব্বতী, ছেলেমানুষী করিও না ; এস বিবাদ মিটাইয়া ফেলি, আমি বালাজীকে রক্ষা

করিতে অঙ্গীকার করিতে পারি, যদি”—

পার্ব্বতী উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, “ছি, রাও সাহেব! ছি! আমাকে ছাড়িয়া দিন।”

“সেদিন আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলে বালাজী আমাকে বাধা দিয়াছিল। আজি আমি তোমাকে কিছুতেই ছাড়িবনা।”

পার্ব্বতী রাও সাহেবের দৃঢ় আলিঙ্গন হইতে আপনাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল এবং রাও সাহেবও তাহাকে চুম্বন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময় কে পশ্চাৎ হইতে সবলে রাও সাহেবের গলদেশ ধারণ করিয়া তাঁহাকে এমন প্রবলবেগে ভূমিতে নিক্ষেপ করিল যে, গড়াইতে গড়াইতে কিয়দ্দূর গিয়া তবে তিনি পতনের বেগ সম্বরণ করিতে সমর্থ হইলেন।

গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কোপকুটিলনেত্রে আগন্তুকের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রাও সাহেব দেখিলেন, তাঁহার আততায়ী বালক মাত্র; সে তাঁহার ও পার্ব্বতীর মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বালকের ওষ্ঠে এখনও গুম্ফের রেখা দেখা দেয় নাই।

রাও সাহেব বালককে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে সে অবিচলিতকণ্ঠে বলিল, “সাবধান, রাও সাহেব! এখনও কি আপনার শিক্ষা হয় নাই?”

কিন্তু রাও সাহেব বালকের কথায় কর্ণপাত না করিয়া ভীমবেগে তাহাকে আক্রমণ করিতে ছুটিলেন। পার্ব্বতী ভয়ে হটিয়া গেল। প্রতি মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইতে লাগিল, এইবার বুঝি সেই রক্ষাকর্ত্তা বালক তাহার সহৃদয়তার জন্য রাও সাহেবের হস্তে দণ্ডিত হয়। কিন্তু তাহা ঘটিল না। বালক স্থিরভাবে দণ্ডায়মান রহিল। রাও সাহেব তাহার নিকটস্থ হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই রাও সাহেবের নাসিকার উপরিভাগে ভ্রূসন্ধির মধ্যে সুকৌশলে বালক একটি

মুষ্ট্যাঘাত করিল। সেই এক আঘাত। সেই এক আঘাতেই রাও সাহেব পুনরায় ধরাশায়ী হইলেন।

পার্ব্বতী ভীতি-বিজড়িতকণ্ঠে বালককে বলিল, "চলে আসুন, চলে আসুন।"

"এতটা ব্যস্ত হইবার দরকার নাই। আপাততঃ ইনি আমাদের কোন অনিষ্টের চেষ্টা করিবেন না। কিন্তু কেবল আমার জন্যই কি তোমার ভয় হইতেছে? তোমার নিজের জন্য কি তোমার একটুও ভয় নাই।"

"আমার নিজের জন্য কোন ভয় নাই।"

আগন্তুক একটু অপ্রতিভভাবে বলিল, "তা' হলে বোধ করি আমার তোমাকে রক্ষা করিতে আসা অনর্থক হইয়াছে!"

পার্ব্বতী সলজ্জভাবে বলিল, "না মহাশয়, তা' নয়। আপনার সাহায্যের জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ করিতেছি। আমার কথার অর্থ এই যে, রাও সাহেব প্রকাশ্যভাবে আমার কোন ক্ষতি করিতে সাহস করিবেন না। কারণ, তাহা হইলে সকলে তাঁহাকে ঘৃণা করিবে। কিন্তু আপনাকে ত এ দেশের লোক বলিয়া বোধ হইতেছে না?"

এই সময়ে রাও সাহেবের জ্ঞানের সঞ্চার হইল। তিনি পার্ব্বতীর শেষ কথাগুলি শুনিতে পাইলেন। তখন তিনি আগন্তুককে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, "গায়ে পড়িয়া এই বে-আদবী করার ফল তোমাকে নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে।"

আগন্তুক হাসিয়া বলিল, "সে যাহা হয় হইবে। এখন আপনি আস্তে আস্তে পথ দেখুন।"

রাও সাহেব আর কোন বাক্যব্যয় না করিয়া ধীরে ধীরে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতী পুনরায় আগন্তুককে অবিলম্বে সেই স্থান ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল।

আগন্তুক অবশেষে কহিল. "তুমি যখন বারংবার বলিতেছ, তখন আমাকে যাইতেই হইবে। কিন্তু তুমি কি এখনও এখানে থাকিবে? এখনও কি তুমি রাও সাহেবের নিকট হইতে সাহায্যের প্রত্যাশা কর?"

"হাঁ মহাশয়।"

"কিন্তু তুমি কি দেখিতে পাইতেছ না যে, বালাজী তোমার কে?"

"প্রতিবাসী, সম্পর্কে ভাই।"

"তোমার ভায়ের বিপদেই রাও সাহেবের সুযোগ উপস্থিত হয় নাই কি?"

"কিন্তু মহাশয়——"

"আর এটাও কি সম্ভবপর নহে যে, বালাজীর এই নিগ্রহে রাও সাহেবের কিছু সম্বন্ধ আছে?

"না মহাশয়, তাহা অসম্ভব?

"কেন?"

"কারণ, বালাজী জাল নোট করিতে গিয়া ধরা পড়িয়াছে।"

এই কথা বলিয়া আগন্তুকের উত্তর শুনিবার পূর্ব্বেই পার্ব্বতী তাড়াতাড়ি বলিল, "কিন্তু সে নির্দ্দোষ।"

আগন্তুক এ কথার কোন উত্তর না করিয়া বলিল, "রাও সাহেবের বর্ত্তমান আচরণ দেখিয়াও তুমি কিরূপে আশা করিতেছ যে, তিনি তোমাকে সাহায্য করিতে পারেন। আমি ইহার কিছুই এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।"

"রাও সাহেব আমাকে চিঠিতে লিখিয়াছেন যে, তিনি সাহায্য করিবেন। এই দেখুন সেই চিঠি। আমার সম্বন্ধে আপনার মনে কোনরূপ বিসদৃশ ধারণা জন্মে, ইহা আমার ইচ্ছা নহে।"

আগন্তুক পত্রখানি পাঠ করিলেন, পত্রখানিতে লেখা ছিল:—

"স্নেহের পার্ব্বতী! আমি এইমাত্র বাটীতে ফিরিয়া আসিয়াই শুনিলাম,

বালাজী জাল করার অপরাধে ধৃত হওয়ায় কারাগারে প্রেরিত হইয়াছে। আমরা ছেলেবেলায় যেখানে খেলা করিতাম, সেই বটবৃক্ষের তলায় অদ্য সন্ধ্যার সময় তুমি অতি অবশ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। সেই সময়ে আমি তোমাকে কিরূপে সাহায্য করিতে পারি, তাহা বলিব।"

পত্র-পাঠ শেষ করিয়া আগন্তুক বলিল, "রাও সাহেবের সাহায্যের মূল্যস্বরূপ তোমাকে কি দিতে হইবে, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না?"

"তাঁহাকে যতটা মন্দ লোক বলিয়া দেখা যাইতেছে, আমি বাস্তবিক তাঁহাকে ততটা মন্দ লোক মনে করি না। আমি বাল্যকাল হইতে তাঁহাকে জানি। তিনি অন্তরে মহৎ ও দয়ালু। কেবল কিছুকাল পুণায় বাস করিয়া তাঁহার এই অধঃপতন হইয়াছে।"

আগন্তুক অবিশ্বাসের সহিত মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকমাত্রেই কি একই ধরণের? তাহারা একবার যাহাকে বিশ্বাস করিবে, সে যে কখনও অবিশ্বাসী হইতে পারে, ইহা তাহারা কিছুতেই মনে করিতে পারে না।"

পার্ব্বতী প্রত্যুত্তর করিল, "কি করি, বলুন? বালাজী এই বিপদে পড়িবার পর হইতেই তাহার সকল বন্ধু তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে।

"তুমি বালাজীর কথা যেরূপ বলিতেছ, সে যদি বাস্তবিক সেইরূপ লোক হয়, তাহা হইলে রাও সাহেব যেরূপ ভয় প্রদর্শন করিলেন, তাহার সেইরূপ যাবজ্জীবন কারাগারে বাস করাই উচিত। তুমি যে তাহার প্রতি দয়ার উদ্রেক করিবার জন্য রাও সাহেবের মত লোকের নিকট প্রার্থনা করিবে, ইহা তাহার পক্ষে কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নহে।"

"সেও এই কথাই বলিত। সেও আপনারই মত রাও সাহেবকে অবিশ্বাস করে।"

"আর তুমি, তুমি স্ত্রীলোক—কচি মেয়ে বলিলেই হয়—তুমি তোমার সরল হৃদয়ের গতি-অনুসারে রাও সাহেবের মত বদমায়েসের চরিত্রসম্বন্ধে ভালমন্দ ধারণা করিতে সাহস কর! তাঁহাকে কি তোমার একটুও অবিশ্বাস হয় না?"

"রাও সাহেবকে বিশ্বাস করিতে পারি না বটে, কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হইয়াছি বলিয়া রাও সাহেবের সাহায্য লইতে স্বীকার করিয়াছি। তিনি ইচ্ছা করিলে বালাজীকে রক্ষা করিতে পারেন। আর আমার নিজের কথা যদি বলেন, তবে আমাকে আপনি যতটা অসহায়া মনে করিতেছেন আমি বাস্তবিক ততটা সহায়হীনা নহি। এই দেখুন,—ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন, আমি রাও সাহেবকে কতখানি বিশ্বাস করি।"

এই কথা বলিয়া পার্ব্বতী তাহার বক্ষ হইতে একখানি ক্ষুদ্র ছোরা বাহির করিয়া আগন্তুককে দেখাইল। আগন্তুক প্রশংসাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে পার্ব্বতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে সে তোমাকে অপমান করিতে পারে, ইহা জানিয়া শুনিয়া তুমি তাহার নিকটে সাহায্য পাইবার আশায় আসিয়াছিলে?"

"হাঁ মহাশয়।"

"কিন্তু তুমি এখনও এটুকু বুঝিতে পার নাই যে, তোমাকে অপমান করিবার সুযোগ পাইবে বলিয়াই সে বালাজীকে সাহায্য করিবার লোভ দেখাইতেছে। সে যে ধনী বলিয়া অপরের অপেক্ষা বালাজীর বেশী উপকার করিতে পারে, এরূপ মনে করিও না। কাহারও সাহায্যের যদি নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে যে কোন গরীব লোকেও তাহার জন্য সেটুকু করিতে পারে।"

"বলেন কি? আপনি ঠিক জানেন?"

"ঠিক জানি।"

আগন্তুকের কথা শুনিয়া পার্ব্বতী অশ্রুপূর্ণনয়নে তাহার মুখের দিকে চাহিল। আগন্তুকের মুখ দেখিয়া তাহার প্রতীতি জন্মিল যে, সে সত্য কথাই বলিতেছে। অনন্তর সে একবার আকাশের দিকে উদাসদৃষ্টিতে চাহিল। যেন তাহার সমস্ত আশা-ভরসা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। অবশেষে সে বলিল, "তবে চলুন, আর এখানে বিলম্ব করা নিরাপদ নহে। রাও সাহেব হয় ত এখনি লোকজন লইয়া আসিয়া পড়িবে।"

পার্ব্বতীর কথা শুনিয়া আগন্তুকের হাসি আসিল। কিন্তু হাসি দমন করিয়া সে সুবোধ বালকের ন্যায় পার্ব্বতীর অনুসরণ করিল। এইরূপে নিস্তব্ধভাবে কিয়দ্দূর গমন করিবার পর আগন্তুক সহসা জিজ্ঞাসা করিল, "বালাজীকে তুমি নিরপরাধ মনে কর কেন?"

"আমি তাহাকে ভালরূপই জানি, সে কখন অন্যায় কাজ করিতে পারে না।"

"ঐ কথা বলিয়া তুমি তোমার নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পার; কিন্তু কেবল তোমার বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া আমি ত সন্তুষ্ট হইতে পারি না। স্ত্রীলোকেরা তাহাদের স্নেহাস্পদের দোষ-গুণের সম্বন্ধে অন্ধ, তাহা ত আমি বেশ জানি।"

"কিন্তু আপনি যদি তাহাকে জানিতেন, তাহা হইলে আপনিও নিশ্চয় তাহাকে নিরপরাধ মনে করিতেন।"

পার্ব্বতী নিতান্ত আগ্রহের সহিত এই কথাগুলি বলিল। যেন সে তাহার নিজের বিশ্বাসের বলে বালাজীর এই অযাচিত বন্ধুত্বকে বাঁধিয়া রাখিতে চায়। তাহার মনে মনে ধারণা জন্মিয়াছিল যে, আগন্তুক বালক হইলেও বালাজীকে রক্ষা করিবার শক্তি তাহার আছে; কিন্তু কেন তাহার মনে এরূপ ধারণা জন্মিল, সে তাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

পার্ব্বতীর মনোভাব আগন্তুকের অজ্ঞাত রহিল না। সে গম্ভীর ভাবে কহিল, "আমি যদি বালাজীকে জেল হইতে খালাস করিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে তোমরা দু'জনে যাহা জান সকল কথা আমাকে প্রকাশ করিয়া বলিবে ?"

"সমস্ত কথাই বলিব।"

"তাহা হইলে তুমি যাহা জান, তাহা' আমাকে এখন বল। আমি পরে বালাজীর সঙ্গে দেখা করিব।"

"কিন্তু জেলের লোকেরা আপনাকে বালাজীর সঙ্গে দেখা করিতে দিবে কেন ?"

"সেজন্য তোমার কোন ভাবনা নাই।"

পার্ব্বতী সহসা কোন উত্তর করিল না। তাহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখিয়া আগন্তুক বলিল, "আমি কে তাহা না জানিয়া আমাকে তোমার কোন কথা বলিতে ভরসা হইতেছে না। আমার পরিচয় জানিবার জন্য এখন ব্যস্ত হইও না ; উপযুক্ত সময়ে আমার পরিচয় পাইবে। এখন কেবল এইটুকু জানিয়া রাখ যে, তোমরা উভয়েই যদি আমার নিকট সত্য কথা বল, আর আমি যদি বুঝিতে পারি যে, বালাজী নির্দ্দোষ,—তাহা বুঝিতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হইবে না, তাহা হইলে আমি আদালতে বিচারের সময়ে বালাজীকে নির্দ্দোষ সপ্রমাণ করিব।"

—:০:—

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পার্ব্বতী তখন বিশ্বস্তচিত্তে বলিতে আরম্ভ করিল, "বালাজী লোহার কারখানায় হিসাব-রক্ষকের কাজ করিত। গত শনিবারে আফিসের ছুটির পর সে তাহার সাপ্তাহিক বেতন লইয়া মুদির দোকানে কিছু জিনিসপত্র কিনিতে যায়। জিনিসগুলির দাম দিবার জন্য সে মুদির হাতে একখানি নোট দিলে মুদি উহা জাল নোট বলিয়া ফিরাইয়া দেয়। বালাজী নোটখানি হাতে লইয়া উহা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারে যে, নোটখানি বাস্তবিকই জাল। তখন সে একখানি ভাল নোট বাহির করিয়া দেয়। এ অঞ্চলে জাল নোটের অত্যন্ত প্রচলন দেখিয়া কোথা হইতে এত জাল নোটের আমদানী হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য সরকার বাহাদুর বিশেষভাবে একজন লোককে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। বালাজী দোকান হইতে বাহির হইয়া বাড়ীর দিকে কিছুদুর আসিলে এই সরকারী লোকটি পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাড়াতাড়ি আসিয়া বালাজীকে দাঁড়াইতে বলে।"

আগন্তুক বলিল "বালাজী যে জাল নোট চালাইতে গিয়াছিল, তাহা ঐ লোকটি এত শীঘ্র কি করিয়া জানিতে পারিল?"

পার্ব্বতী। "ঐ দোকানে কেহ জাল নোট ভাঙ্গায় কি না তাহা দেখিবার জন্য লোকটি মুদীর দোকানেই অপেক্ষা করিতেছিল।"

"বালাজীর উপর সন্দেহ হইয়াছিল বলিয়া শুনিয়াছিলে কি?"

"না; তাহা হইলে লোকটি হয় ত দোকানেই বালাজীকে গ্রেপ্তার করিত। সেই লোকটি বালাজীর নিকট আসিয়া প্রথমে তাহার নোটগুলি দেখিতে চাহে। বালাজী তাহার টাকার ব্যাগটি বাহির করিলে সেই লোকটি ব্যাগটি নিজের হাতে লইয়া নিজেই

জাল নোট বাছিয়া লয়। বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা এই যে, বালাজীর নিকট তাহার মাহিনা অপেক্ষা বেশী টাকা ছিল এবং তাহার নিকট অনেকগুলি জাল নোটও পাওয়া গিয়াছিল।"

"হুঁ।"

"শুধু ইহাই নহে। বালাজীর কাপড়-চোপড় অনুসন্ধান করা হইলে তাহার কোটের আস্তরের সহিত সেলাই করা আরও অনেক-গুলি জাল নোট পাওয়া গিয়াছিল।"

"এটি ত বড় ভাল লক্ষণ নয়।"

"এটি নিশ্চয় তাহার কোন শত্রুর কাজ।"

"তাহার শত্রুসংখ্যা কি এতই বেশী?"

"পূর্ব্বে তাহার একজনও শত্রু ছিল বলিয়া আমি জানিতাম না। কিন্তু এখন তাহার মা আর আমি ছাড়া তাহার আর কোন বন্ধু নাই।"

"কিন্তু সকলেই এ সময়ে একযোগে তাহাকে ত্যাগ করিল কেন?"

"কারখানার টাকাকড়ি বালাজীর হাতেই থাকিত। লোকজনকে সে নিজ হস্তে মাহিয়ানা দিত। এই সকল লোকের মাহিয়ানার টাকার ভিতর হইতেও প্রায়ই জাল নোট বাহির হইত। সেইজন্য তাহারা তাহার শত্রু হইয়া উঠিয়াছে। লোকের সন্দেহ হইয়াছিল যে, সে ভাল নোটের পরিবর্ত্তে জাল নোট চালাইতেছে।"

"তাহার বাড়ীতে কি কোন জাল নোট বাহির হইয়াছে?"

"না মহাশয়?"

"আচ্ছা, আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে তুমি বলিয়াছিলে, রাও সাহেব আর একবার তোমার অপমান করিয়াছিল। তাহার কারণ কি?"

"রাও সাহেব, বালাজী আর আমি, এই তিন জনে ছেলেবেলায় খেলা-ধূলা করিয়াছি। তখন রাও সাহেব আমার চেয়ে এমন কি

বালাজীর চেয়েও চরিত্র ছিলেন। তাঁহার পিতামহের আমল হইতেই তাঁহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এমন কি বাস্তু ভিটা পর্য্যন্ত বন্ধক ছিল। সুদের সুদে এত বেশী টাকা ঋণ দাঁড়াইয়াছিল যে, জমিদারীর আয় হইতে সুদ পর্য্যন্ত পোষাইত না। গত দুই বৎসর হইল, রাও সাহেব সমস্ত দেনা পরিশোধ করিয়াছেন।"

"এই টাকা কোথা হইতে আসিল ?"

"শুনিয়াছি, কোন দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়ের মৃত্যুতে রাও সাহেব তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন।"

"নিশ্চয়ই অনেক টাকা ?"

"হাঁ। রাও সাহেবের খরচ বিস্তর। এখানকার বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করিবার জন্য অনেক খরচ হয়, তা ছাড়া তাঁহার একখানি ছোট ষ্টীমার আছে, মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে তিনি ঐ ষ্টীমারে চড়িয়া আমোদ করিয়া সমুদ্রে বেড়াইতে যান। তাহাতেও খরচ অল্প হয় না।"

আগন্তুক কেবল বলিল, "হুঁ"।

পার্ব্বতী বলিতে লাগিল, "রাও সাহেবের বয়স যখন ১৮ বৎসর, তখন তিনি পুণায় লেখাপড়া শিখিতে যান। দুই বৎসর পরে তিনি যখন ফিরিয়া আসেন, তখন তাঁহার অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম। গ্রামে থাকিতে তিনি সাদাসিদা মোটা কাপড়চোপড় পরিতেন, এখন তিনি বহুমূল্য পোষাক ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই রকম, সকল বিষয়েই তাঁহার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। আমাদের পুনরায় দেখা সাক্ষাৎ হওয়া অবধি তিনি আমাকে অনেক আদরের অনেক ভালবাসার কথা বলেন। কিন্তু তাঁহার সেই ছেলেবেলাকার সরল ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমি তাঁহার সঙ্গে বেশী কথা-বার্ত্তা কহি নাই ; সেই সময় হইতে আমি আর তাঁহার সঙ্গে দেখাও

করিতাম না। কয়েক দিন পরে তিনি আবার পুণায় গমন কনের। ছয় মাস পরে ফিরিয়া আসিলে তাঁহার আরও পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিলাম। দেখিলাম, তাঁহার পূর্ব্বেকার সেই দরিদ্র অবস্থা নাই, তিনি এখনও দুই হাতে টাকা খরচ করেন। একটু একটু মদ্যপান করিতেও শিখিয়াছেন। তাঁহার স্বভাব-চরিত্র-সম্বন্ধে এমন সকল সংবাদ আসিতে লাগিল, যাহা আমি আপনাকে বলিতে পারিব না। এক-দিন আমি গ্রামের অপর দিকে আমার সঙ্গিনীর সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছি, এমন সময় পথে রাও সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়। সে সময় পথে অপর কোন লোক নাই দেখিয়া রাও সাহেব আমার হাত ধরেন। আমি হাত ছাড়াইয়া লইতে গেলে তিনি আমাকে সবলে টানিয়া লইয়া যাইতে চাহেন। আমি চীৎকার করিয়া উঠিলে বালাজী কোথা হইতে আসিয়া পড়ে। আজ আপনি রাও সাহেবের যেরূপ নিগ্রহ করিয়াছেন, বালাজীর হাতে সেদিনও রাও সাহেবের সেই রকম দুর্দ্দশা হইয়াছিল।"

"আচ্ছা, আজ তুমি বাড়ী যাও। আমি এ গ্রামের কাহারও সঙ্গে আপাততঃ দেখা সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি না। তোমার সঙ্গে যে আমার কথাবার্ত্তা হইল, ইহাও কেহ যেন না জানিতে পারে।"

"আপনি বালাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন ?"

"আজ রাত্রিতেই।"

( ক্রমশঃ )

শ্রীঅমূল্যচরণ সেন।

# বাঁশী।

ওই বুঝি বাঁশী বাজে!
কে যা'বে তোমরা এস গো ছুটিয়া?
এস গো সকলে বাঁধন টুটিয়া,—
পরিহরি মূঢ় লাজে!
ওই বুঝি বাঁশী বাজে!

তটিনীর কূলে বাজায় বাঁশরী
সমীরে ভাসিয়া খেলিয়া লহরী
পরাণেতে সুখে রাজে!
ওই বুঝি বাঁশী বাজে!

(ওযে) আবাহন তাঁর, প্রেমময় যিনি
মধুময় স্বরে ডাকিছেন তিনি
এস! এস প্রেম সাজে!
ওই শুন বাঁশী বাজে!

ভবপার তরে এসেছে যে তরী,
সঙ্কেতে তাই ডাকিছে শ্রীহরি
চল ত্যজি বৃথা সাজে!
ওই শুন বাঁশী বাজে!

শ্রীসুখেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

---

কলিকাতা—১৯নং ঈশ্বর মিলের লেন, গোয়াবাগান, "বিষ্ণু-প্রেস" হইতে
শ্রীবিষ্ণু পদ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।